সন্ধানে....

পাশে রাখা ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে একটা সিগারেট ধরালো সমু। তারপর পাশে রাখা তার প্রিয় ক্যামেরাটা তুলে একবার দেখে নিল সে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা।এখন তার সঙ্গী বলতে এক ফ্লাস্ক চা, এক প্যাকেট সিগারেট আর তার ক্যামেরা। মনে মনে বললো " ইস আর যদি কেউ সঙ্গে আসতো তার সাথে তাহলে সময়টা কেটে যেত।" আজ নিয়ে তিনদিন হলো সে অপেক্ষা করছে।না জানি তাকে কতক্ষন ধরে অপেক্ষা করতে হবে। হয়তো আজ সারারাত ও কালকের মতো অপেক্ষা করতে হবে কিংবা পুরো একমাসেই তাকে অপেক্ষা করে কাটিয়ে দিতে হবে। যে কাজের জন্য এসেছে সেটা আদৌ সফল হবে না। কিন্তু কিছু করার নেই। অপেক্ষা তাকে করতে হবে, তার নিজের জন্যই অপেক্ষা করতে হবে, যদি সে সফল হয় তাহলে অনেকটা সুবিধা হবে।প্রথম দিন ভেবেছিলো ক্যামেরা ফিট করে দিয়ে চলে আসবে ব্যাকআপ ঠিক করে। তারপর তার মনে পড়েছিল এর আগের এক ঘটনা। এর আগেও একদল অভিযাত্রী এসেছিল, তারা চেষ্টা করেছিল, সব কিছু ঠিক করে রেখে বারবার টেস্ট করে তারপর তারা ক্যামেরা ফিট করে ১২ ঘন্টার ব্যাকআপ দিয়ে চলে যায়। পরেরদিন সকালে এসে দেখে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ক্যামেরা আর সমস্ত ব্যাকআপ বন্ধ হয়ে গেছে, কোনো কিছু বুঝতে না পেরে অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। সেই কথা মনে করেই তারপর থেকে সে সন্ধ্যা হলেই নিজে এসে এখানে থেকে যায়। কোনরকম রিস্ক নিতে সে রাজি নয়। তাকে সফল হতেই হবে না হলে যে তার শেষ চেষ্টাও বিফল হয়ে যাবে।

এক খবরের কাগজে ফটোগ্রাফার হিসাবে কাজ করে সমু। একবছর হলো সে কাজ টা পেয়েছে। তার ইচ্ছে ছিলো আরো পড়াশোনা করার তারপর চাকরি করার। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় এক। হটাৎ তার বাবা অসুস্থ হয়ে গিয়ে বাড়িতে শয্যাশায়ী হয়ে যায়। সামান্য বাঙালি বাড়ির কাজ করতো তার বাবা। কিছু জমিয়ে রাখার সামর্থ্য হয়নি। অসুখের পর চাকরিটাও রাখতে পারে না আর। তবে সমু টিউশন করে তার টাকা থেকে জমিয়ে জমিয়ে একটা ক্যামেরা কেনে। তার সখ বলতে ছবি তোলা। ডাক্তার যখন তার বাবাকে দেখে টেস্ট করতে দেয় আর পরে রিপোর্ট দেখে বলে যে তার বাবার ক্যান্সার হয়েছে, ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু অনেক টাকা খরচ করতে হবে, তখন

সে বাবার চিকিৎসা আর সংসার এই দুটো সামলানোর জন্য অনেক চেষ্টা করে শেষে এই খবরের কাগজে চাকরি পায় ছবি তোলার জন্য। তার বেশিরভাগ টাকাই বাবার চিকিৎসার জন্য খরচ হয় আর বাকি টাকা দিয়ে কোনো ভাবে সংসার চালায়।ডাক্তার কিছুদিন আগে তাকে বলে আরো তিনটে কেমো দিলে তার বাবা পুরো ভালো হয়ে যাবে কিন্তু তার খরচ এতোই যে সে কি করে এত টাকা যোগাড় করবে বুঝে উঠতে পারে না। সেই সময়েই তাদের আফিসের এডিটর সম্রাটদা তাদের সবাইকে কথাটা বলে।তার নিজেরও ছোটবেলা থেকে এর ওপর একটা ভালো লাগা ছিল।সে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বলেছিল যে সে যাবে। সম্রাটদা যখন ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল সে পারবে কিনা সে শুধু একটা কথাই বলেছিল যে সে চেষ্টা করবে। সম্রাটদা হেসে বলেছিল ," বুঝতে পারছি, যা দেখ। আমি মনে করি না এরকম কিছু হতে পারে তবে যদি সত্যি হয় তাহলে দেখব যাতে তুই ফিরে এলে একটা ভালো পোস্ট পাস আর ওপরে কথা বলে কিছু টাকাও পাইয়ে দেব। যাতায়াতের খরচ আমাদের। যদি সফল নাও হোস তাহলেও তোর এই চেষ্টার জন্য আমি কথা বলে তোকে পার্মানেন্ট করিয়ে নেবো।" একটু চুপ করে সম্রাটদা আরো বলেছিল ," জানি তোর বাবার জন্য অনেক টাকার দরকার। যা দেখ যদি কিছু করতে পারিস।" সমু আর দেরি না করে সেদিনই বাড়িতে গিয়ে মা বাবাকে বলে এক মাসের খরচের মত টাকা তার ব্যাংক থেকে তুলে মা কে দিয়ে দুদিন পরেই বাড়ি থেকে চলে আসে। কথাগুলো মনে পরতেই তার মনে হয় সব কিছু নির্ভর করছে তার সাফল্যের ওপর। তাকে সফল হতেই হবে, তার বাবার জন্য তাকে সফল হতেই হবে।

রানীক্ষেত শহর যাকে দ্রোণগিরি ও বলে অনেকে জানে সেখান থেকেই বেশ কিছুটা দূরে একটা পাহাড়ের কোলে জঙ্গলের মধ্যে এক ভাঙা শিব মন্দিরে সে বসে আছে। এটাই সেই শিব মন্দির যার জন্য সমু কলকাতা থেকে এত দূরে এসেছে। লোকমুখে প্রচলিত এটা অশ্বত্থামার শিব মন্দির যেখানে অশ্বত্থামা শিবের পুজোদিতে আসে। একবার এক বিখ্যাত নিউজ চ্যানেল এই ব্যাপারে ভিডিও করার জন্য অনেক চেষ্টা করার পরও না পেরে অবশেষে হতাশ হয়ে চলে যায়। সমু এখানে এসেছে মহাভারতের এক অমর মানুষ অশ্বত্থামার ছবি তোলার জন্য। সমু মনে মনে ভাবে জানে না সে এই ব্যাপারে সফল হবে

কিনা।তবে রানীক্ষেত আর একটা যে কারণে বিখ্যাত সেই মহাবতার বাবাজির গুহা যেখানে তিনি তার এক যোগ্য শিষ্য শ্যামাচরন লাহেরী কে দীক্ষা দিয়েছিলেন সেটা সে সেদিন এসেই দেখে নিয়েছিল। অসফল হলেও সে যে এটা দর্শন করতে পেরেছে সেটা ভেবেই মন শান্ত করে যেতে হবে সেটা সে বুঝেছিল। এখানে আসার আগে এখানে ব্যাপারে কিছু বই সে পড়ে নিয়েছিল। বই এ এরকম ও পড়েছে এখানে আসতে গিয়ে হটাৎ করে এক ব্যাক্তি অসুস্থ হয়ে পরে এবং এই মন্দিরে আশ্রয় নেয়। অশ্বত্থামা তাকে দেখে লাথি মেরে ফেলে দেয় এবং পরে সেই ব্যাক্তি সুস্থ হয়ে যায়। এই সব পড়ে সে সব রকম পরিস্থতির জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। যে সমস্ত বই থেকে সে এগুলো পড়েছে সেগুলো যে মিথ্যে নয় সে বুঝতে পেরেছে। অশ্বত্থামা এই মন্দিরেই পুজো দিতে আসে কিন্তু সে যে কেনো এখনও ওনাকে দেখতে পেলো না সেটা ভাবতে ভাবতেই অবশেষে মন্দিরের দরজার কাছের দেয়ালে ঠেস দিয়ে সে ঘুমিয়ে পরলো।

" বেটা তুম আভি রাত মে ইধার ক্যায় কার রহে হো?" প্রশ্ন শুনে চোখ খুলে সমু সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলো। চাঁদের অল্প আলোতে মুখ ভালো করে না দেখতে পেলেও বুঝতে পারলো এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। "না মানে..." পুরো কথা শেষ না করে চুপ করে যায় সে। ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথেই হটাৎ প্রশ্ন শুনে সে বাংলা তে উত্তর দিতে গেছিলো , পরে যখন সে হিন্দী তে উত্তর দিতে যায় তখন সন্ন্যাসী তাকে হেসে থামিয়ে দিয়ে বলে, " তুমি বাঙালি যখন তখন বাংলাতেই কথা বলো বাবা, আমি বাংলা কথা বলতেও পারি, বুঝতেও পারি।কিন্তু এত রাতে তুমি এখানে কি করছো। বাঘ ভাল্লুক না থাকুক এখন কিন্তু বিষাক্ত সাপ এইখানে প্রচুর আছে। কিসের জন্য তুমি এখানে এসেছো বাবা সেটা আমায় বলো,আমার পক্ষে সম্ভব হলে অবশ্যই তোমায় সাহায্য করবো।" সন্ন্যাসী এতটাই আন্তরিকতার সাথে কথাগুলো বললো যে সমু সব কথাই তাকে বললো। সবশেষে এটাও বললো যে তার বাবার চিকিৎসার জন্য যে টাকা সেটা পাওয়ার একটা সুযোগ সে পেয়েছে আর সেটার জন্যই তার এখানে আসা। সমস্ত কিছুই তার সফলতার ওপর নির্ভর করছে, সন্ন্যাসী যদি কোনোভাবে বলতে পারেন যে অশ্বত্থামা সত্যি এখানে আসেন কিনা কিংবা কোনো রকম সাহায্য করতে পারেন

তাহলে খুব ভালো হয়। সব কথা শুনে সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো তারপর বললো," হ্যাঁ বাবা এটা সত্যি যে অশ্বত্থামা এই মন্দিরে পুজো দিতে আসে প্রত্যেক সোমবার ব্রহ্মমুহূর্তে। কিন্তু বাবা তুমি নিশ্চই তার অনুমতি ছাড়া তার ছবি তুলবে না, সেটা করা অন্যায় হবে আর যদিও তুলতে যাও সেটা পারবে না।আর তার থেকে অনুমতি নিতে চাইলে তিনি তো তোমার কথা রাখবেন না। তিনি যে আদেশ ভগবানের থেকে পেয়েছেন সেটা যে তিনি কোনোভাবেই উপেক্ষা করতে পারেন না। " আদেশ? কিন্তু তিনি ভগবানের থেকে কি আদেশ পেয়েছিলেন যে আমার অনুরোধ রাখতে পারবেন না?" সমু জিগ্যেস করলো। সন্ন্যাসী হেসে বললো তুমি অশ্বত্থামার ব্যাপারে কিছু জানো আশা করি তাই এতদূর এসেছো তাও আমি আরো কিছু কথা তোমায় বলছি শোন মন দিয়ে। অশ্বত্থামা হল রুদ্র- এর অংশ। কিন্তু সে তার শক্তির অহংকারে কিছু না ভেবেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে যার পুরো প্রয়োগ সে জানতো না। এমনকি ভ্রূণ হত্যার মতো পাপ করে। সে যেই হোক না কেনো এর মধ্যে যেকোনো একটা পাপ করলেই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হয়। অশ্বত্থামা দুটো পাপ করে তার মধ্যে সব থেকে বড় পাপ ভ্রূণ হত্যা। তাই তাকে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ অভিশাপ দেন যে সে সারাজীবন অমর হয়ে থাকবে কল্পের শেষ পর্যন্ত।সে থাকবে অন্ধকারে, লোক সমাজ থেকে দূরে একা একা। অভিশাপ হিসাবে শ্রী কৃষ্ণ তাকে আদেশ দেন লোকচক্ষুর আড়ালে একা একা থাকার জন্য সেই আদেশ তিনি কি করে অমান্য করতে পারে তুমি বলো।" " কিন্তু তাহলে যে তিনি দেখা দেন মাঝে মাঝে কিছু লোকেদের। কিছু সাধু সন্ন্যাসী ও তো তার দেখা পেয়েছেন। তাহলে সেটা কেনো?" সমু জিগ্যেস করে। সন্ন্যাসী হেসে বলেন," কিছু মানুষ তাদের দেখেছে তিনি চেয়েছিলেন বলে যাতে তার অপরাধ কেউ ভুলে না যায়, তার শাস্তির কথা কেউ ভুলে না যায়, ভ্রূণ হত্যার মতো পাপের সাজা কি হতে পারে সেটা মনে করিয়ে দেয়ার জন্য আর একাকী অমরত্ব প্রাপ্তির মত অভিশাপ আর কিছু নেই সেটা বোঝানোর জন্যই তিনি দেখা দিয়েছিলেন এবং সাধুরাও তার দেখা পেয়েছেন সেটার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি শুধু মাত্র মহান যোগী কিংবা সন্ন্যাসীদের সাথে দেখা করেন জ্ঞান লাভের জন্য, উপদেশ শোনার জন্য। কিন্তু বাবা তিনি যে কোনোভাবেই রাজি হবেন না তোমার কথা রাখতে।তিনি কখনো শ্রী কৃষ্ণের আদেশ অমান্য করবেন না আর তুমি চাইলেও লুকিয়ে

তার ছবি তুলতে পারবে না।“ কথাগুলো শুনে ভেঙ্গে পরে সমু। তার সব আশা শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পারে। হতাশ হয়ে বলে ওঠে “তাহলে আর সফল হলাম না, আর কোনো আশা রইলো না, সব শেষ”।

সন্ন্যাসী তার দিকে তাকিয়ে বলে, “ তুমি এক কাজ করো, আমি একটা জায়গার ব্যাপারে জানি সেখানে যাও, সেখানে গেলে তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে।“ সমু বলে উঠে,” না আর কোথাও গেলেই আমার আর কোনো কিছু সফল হবে না। অফিস থেকে এখানে কথাই বলেছে আর কোথাও গেলেও কোনো কিছু সফল হবে না।“ সাধু বলেন,” আমি আরেকটা বিষয় নিয়ে তোমায় বলতে পারি। ইয়েতির কথা জানো?” “ইয়েতি! কোথায় আছে?কোথায় গেলে পাবো” সমু লাফিয়ে উঠে জিগ্যেস করে।সন্ন্যাসী বলে “আগে চলো তোমায় এখান থেকে বন পার করে রাস্তায় বার করে দিই, যেতে যেতে সব বলছি। ভোর হয়ে যাবে কিছুক্ষনের মধ্যে।“ সমু তার জিনিসগুলো তুলে নিয়ে সন্ন্যাসীর সাথে যেতে শুরু করল আর সন্ন্যাসী বলতে শুরু করলো,” এখন থেকে সোজা বদ্রিনাথ চলে যাও। সেখান থেকে মানাগ্রাম পেরিয়ে পাবে সত্পন্থ তাল।সেখান একটা জায়গায় আছে যাকে স্বর্গরোহিণী বলে। সেই খানে একটু খুঁজে দেখো তোমার ইচ্ছেপূরণ হতেও পারে। কিন্তু এখানে আর এসো না এখানে তুমি কিছুই পাবে না। আর অশ্বত্থামা তোমায় সহ্য নাও করতে পারেন।বন পেরিয়ে ততক্ষনে বাইরে এসে গেছে ওরা দুজন। হালকা আলোতে সন্ন্যাসীর মুখ দেখে কিছু একটা খটকা লাগলো সমুর কিন্তু কিছু জিগ্যেস করার আগেই সন্ন্যাসী বলেন ওটা তোমার হোটেলে ফিরে যাওয়ার রাস্তা। সেই দিকে তাকিয়ে সমু সন্ন্যাসীকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য ঘুরে দাড়িয়ে দেখে সন্ন্যাসী বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। সে আর কোনো কথা না ভেবে হোটেলে চললো সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে বদ্রিনাথের উদ্দেশে যাত্রার জন্য। শুধু মনে খটকাটা রয়েই গেলো।

স্বর্গরোহিণীর কাছেই একটা গুহাতে সন্ধ্যাবেলা আগুনের সামনে বসে বসে মনে মনে ভাবতে লাগলো সমু। কাল বিকেলে সে এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছে। কালকেই অনেক কষ্ট করে কিছু ডাল যোগাড় করেছিল আর এই গুহাটা খুঁজে পায়। রানীক্ষেতের মন্দির থেকে ফিরেই সে বদ্রীনাথের জন্য বেরিয়ে পরে। রানীক্ষেত থেকে বদ্রীনাথ আসতে প্রায় সময় লাগে ন ঘন্টা। সেদিন বদ্রীনাথে এসে বিশ্রাম নেয়। তারপরের দিন খুব সকালে উঠে বদ্রীনাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে সে বেরিয়ে পরে। সঙ্গে নিয়ে নেয় বেশ কিছুদিনের খাবার, গরম পোশাক আর ঘুমোনো জন্য একটা স্লিপিং ব্যাগ। দুদিন হেঁটে কাল সে পৌঁছেছে। আজ সকালে অনেক খুঁজেও কোথাও ইয়েটির টিকিও খুঁজে পায় নি। আজ তাই সে গুহার মুখেই আগুন জ্বালিয়ে বসে আছে আর শুধু বাড়ির কথা, মা আর বাবার কথা ভাবছে। সব কিছুই যে তার ওপর নির্ভর করে আছে। হটাৎ করে দূরে সে এক বিশালাকার মূর্তি দেখতে পায়। চাঁদের আলোতে অপষ্ট হলেও বুঝতে পারে যে মূর্তিটার সারা গায়ে বড়ো বড়ো লোম। সে দেরি না করে ক্যামেরা নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করে। কখনো পাহাড়ে না আসার অভিজ্ঞতার জন্য সব থেকে বড় ভুলটা আজ করে সে। পাহাড়ে কখনো ছুটে যেতে নেই। মূর্তিটার কিছুটা সামনে যাওয়ার পরই সে হটাৎ করে পিছলে যায় বরফের ওপর।সামনের একটা বড়ো পাথর দেখে সে ওটা ধরতে যেতে গিয়েও পারে না। বরফের ওপর পড়ে যায় আর পাথরটা ওর ধাক্কায় হেলে যায় আর একটা আলগা পাথর তার পায়ের ওপরই পরে যায়। যন্ত্রণায় চেচিয়ে উঠে সে। তার চিৎকার শুনে ওই বিশালাকার মূর্তি তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে আসতে শুরু করে। পাথরটা সমু সরানোর চেষ্টা করেও পারে না। সেই সময় সেই মূর্তি তার কাছে আসতে সে দেখে মূর্তিটার সারা গায়ে লোম, মুখটা অনেকটা বানরের মত। এটা যে ইয়েতি সেটা সমু বুঝতে পারে। মূর্তিটা এগিয়ে এসে সেই পাথরটা সমুর পায়ের ওপর থেকে অবলীলায় মাথার উপর তুলে দাঁড়াতেই সমু ভয় পেয়ে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায়।

জ্ঞান হওয়ার পর দেখে যে সে একটা ঘরের বিছানার ওপর শুয়ে আছে আর এক বৃদ্ধ লোক তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। সে উঠে বসতে যেতেই বৃদ্ধ তার দিকে তাকিয়ে

হাত দেখিয়ে বারণ করে, তারপর একটা ছোট বাটিতে একটু তরল পদার্থ তাকে দিয়ে বলে খেয়ে নিতে। বাটিটা হাতে নিয়ে খেতে খেতে বৃদ্ধ লোকটা কে ভালো করে দেখে সমু কিন্তু তার বয়স কত সেটা সে কিছুতেই আন্দাজ করতে পারে না। খাওয়া হলে সে বুঝতে পারে তার শরীর পুরো ভালো হয়ে গেছে। কোথাও কোনো ব্যাথা যন্ত্রণা নেই। হটাৎ তার পুরনো কথা মনে পরতেই সে বৃদ্ধ লোকটিকে জিগ্যেস করে, " আমি এখানে কি করে এলাম? আমি যাকে দেখেছিলাম সেটা কি ছিল? সেটাই কি ইয়েতি? ইয়েতি তাহলে সত্যি আছে? আপনি এর ব্যাপারে ঠিক জানেন। আমি যখন এখানে এসেছি তাহলে সেই ইয়েতি আমায় নিয়ে এসেছে। আপনার কি পোষা ওগুলো?" একসাথে এতগুলো প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলেন বৃদ্ধ, বলেন " হ্যাঁ বাবা তুমি যাকে দেখছ তিনিই তোমায় এখানে নিয়ে এসেছে। আর ইয়েতি আছেও আবার নেই ও।তোমায় যিনি এখানে নিয়ে এসেছিলেনতিনি অনেক বড়ো এক মহাপুরুষ, ভগবানের সমান ভাবি আমরা তাকে।তার ব্যাপারে আশা করি তোমার।" সমু মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললো ," ইয়েতি কি সত্যি আছে বলুন না আমায়।" বলে তার সমস্ত কথা সে বৃদ্ধকে বললো। বৃদ্ধ হেসে বললো ,"আমি সব কিছুই জানি বাবা। চলো বাইরে গিয়ে বসি।" ওরা দুজনে বাইরে আস্তে সমু দেখলো কোথায় বরফ আর কোথায় কি। এক অপরূপ সুন্দর জায়গায় সে দাঁড়িয়ে, চারদিকে গাছপালা, শান্ত মনোরম পরিবেশ। কোথাও বৃদ্ধরা বসে বই পড়ছে, কোথাও যুবকরা বসে বই পড়ছে, ধ্যান করছে, প্রাণায়াম অনুশীলন করছে, যোগাভ্যাস করছে। সমু থাকতে না পেরে জিগ্যেস করে এটা কোথায়? বৃদ্ধ একটু হেসে বলে, " এটার উত্তর পরে দেবো, শুধু জেনে রেখো কারণ ছিল বলেই তুমি এখানে এসেছো। চলো ঐ গাছের তলাতে গিয়ে বসি, ওখানে গিয়ে তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেব।" গাছের নিচে দুজনে বসতেই বৃদ্ধ বলে," তুমি তো এখানে বেশিক্ষন থাকতে পারবে না,তোমার কাজ আছে অফিসের সেটা তুমি আগেই বলেছ। তাই প্রশ্ন আছে বলো আমায় শুধু তার আগে বলো ইয়েতির ব্যাপারে কি জানো?" সমু বলতে শুরু করে,"সারা গায়ে লোম ভর্তি, বিশাল, হটাৎ করে দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। বরফের জায়গায়, হিমালয়ের আরো ওপর দিকে প্রধানত দেখতে পাওয়া যায় বলে শুনেছিলাম। কিন্তু এই দিকেও যে আছে সেটা প্রথম

জানতে পারি। ইয়েতি কি সত্যি আছে? কোথায় গেলে তাদের দেখা পাবো?" বৃদ্ধ একটু চুপ করে থেকে বল," ইয়েতি বলে কিছু নেই। তোমায় যিনি এখানে এনেছিলেন ওনাকে দেখেই প্রথম ইয়েতি বলে ধারণা করে প্রচার শুরু হয়। আর সেই ব্যাপারটা জেনেই শুধুমাত্র আত্মগোপন করার জন্য তারমত পোশাক পরে এক প্রতিষ্ঠানের সদস্য নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করেছে পৃথিবীর অত্যন্ত শুভ কাজের জন্য।" " মানেটা বুঝলাম না, আপনি বলছেন ইয়েতি নেই তাহলে" সমু বলে। বৃদ্ধ বলেন, " যেটা বলছি সেটা ভালো করে শোন, কোথাও কখনো এটা নিয়ে কিছু বলো না, বলতে পারবেও না। তোমরা যাদের ইয়েতি বলো তারা আসলে ইয়েতির ছদ্মবেশধারী এক একজন মহাপুরুষ, যোগী। তারা এক গুপ্ত প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত। বাইরের কেউ যাতে ওখানে তাদের খুঁজে না পায় তাই তারা ওখানে ওই ছদ্মবেশ নিয়ে থাকে।যাতে বাইরের কেউ তাদের খুঁজে না পায়, বুঝতে না পারে, শুধু মাঝে মাঝে বিশেষ উদ্দেশে দেখা দেয় না হলে কখনো কেউ দেখতেও পাবে না তাদের।" "বাইরের কেউ খুঁজে পেলে কি হবে?" প্রশ্ন করে সমু। " সেই প্রতিষ্ঠানে এমন অনেক বই, অস্ত্র, জ্ঞান আছে যা সাধারণ মানুষের হাতে পড়লে পৃথিবীর শেষ ঘনিয়ে আসবে। তাই এই প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় লুকিয়ে রাখার জন্য এত সতর্কতা। এমন অনেক দেশ আছে যারা এই কার্যালয় বহু বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে শুধু মাত্র নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য। হিটলার পর্যন্ত চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারে নি, এখন অন্য দেশও চেষ্টা করছে কিন্তু পারবে না।এরকম চেষ্টা ও করছে যে জায়গায় এই কার্যালয়-এর সাংকেতিক নক্সা আছে সেটা খোঁজার কিন্তু সেটাও পারবে না।কোনো রকম হীন মনোভাব নিয়ে ওই কার্যালয় খুঁজে পাওয়া যায় না।" " কি এমন অস্ত্র, জ্ঞান এদের কাছে আছে যেটা অন্যের হাতে পড়লে পৃথিবী ধবংস হয়ে যাবে আর এটা কোথায় আছে?" সমু জিগ্যেস করে। বৃদ্ধ হেসে বলে, " সব কৌতূহল তোমার মেটাচ্ছি।এই প্রতিষ্ঠানে বহু বছর থেকে চলে আসছে। ভগবানের আদেশে এই প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়। প্রথম যারা ছিলেন এখনও তারা বেঁচে আছেন। তাদের কাছে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জ্ঞান আছে। তারা চাইলেই নিজেরাই একটা করে এরকম পৃথিবী তৈরি আর ধবংস করতে পারেন। আর অস্ত্র! রামায়ন মহাভারতের বর্নিত সমস্ত অস্ত্রই এখানে রাখা আছে, এই সব অস্ত্র তৈরি, প্রয়াগ

সব কৌশল সেখানে লেখা আছে। ভগবানের প্রত্যেক অবতারে ভগবান তাঁর নিজস্ব অস্ত্র তাদের কাছ থেকে নিয়ে যান এবং দেহত্যাগের আগে আবার তাদের কাছে রেখে দিয়ে যান পরবর্তী অবতারের জন্য। এবার বুঝতে পারছো কেনো এত খোঁজা খুঁজি।“ থাকতে না পেরে হটাৎ বলে উঠে সমু,” মানে আপনি বলতে চাইছেন ব্রহ্মাস্ত্র, নারায়ান অস্ত্র, সুদর্শন চক্র এগুলো সব সত্যি? এই অস্ত্রগুলো লেখকের কল্পনা নয়?” হেসে উঠে বৃদ্ধ বলেন, “বাবা তুমি রানীক্ষেত গেলে অশ্বত্থামাকে খোঁজার জন্য সেটা যখন কল্পনা নয় এটাও কল্পনা নয়। এখনকার, মিসাইল, আণবিক বোমা, পইসন গ্যাস এগুলো তখনকার দিনের অস্ত্র এর কল্পনাতেই করা কিন্তু সেই সময়ের অস্ত্র- এর কাছে এগুলো নগন্য। তুমি ব্রহ্মাস্ত্র কথাই ধরো। ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলে যেটা হয় তার যে বর্ণনা আছে তার সাথে কি আণবিক বোমার সাথে মিল নেই? নারায়ণ বা কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের সাথে কি রিমোট কন্ট্রোলের মিসাইলের মিল নেই? এখন যেটা রিমোটে হয় সেটা ভগবান নিজের মনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন আর তার ধবংস করার ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল এগুলোও ছেড়ে দাও। রামায়ণে বর্নিত পুষ্পক রথ কি আজকের দিনের হেলিকপ্টার নয়?” সমুকে চুপ করে থাকতে দেখে বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করলো,” প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে ছিল বাবা। তারা ইথার তরঙ্গের সাহায্যে অনেক দূরের লোকের সাথেও মনে কথা বলতে পারত যেটা এখনও এই গুপ্ত সংস্থার সবাই যেটা পারে।“ সমু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, “ আরো কিছু আছে ওখানে ? আর অতদিনকার আগের লোকেরা এখনও বেঁচে আছে কি করে?” বৃদ্ধ চুপ করে থাকার পর বলে,” ওখানে অমৃত আছে, যেটা প্রতি ১৫ বছর সবাই পান করে শরীর সুস্থ রাখার জন্য। এই অমৃত আসলে অমর করে না, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় আর কোনো রোগ থাকলে সেটা ভালো করে দেয়। এই অমৃত আর যোগাভ্যাস- এর জন্যই তারা এখনও বেঁচে আছে। আর এখন এটার জন্যও অনেকেই সেই প্রতিষ্ঠান খুঁজে বেড়ায়।“ সমু আবার জিজ্ঞেস করে, “ কিন্তু তারা হঠাৎ দেখা দেয় আর হঠাৎ অদৃশ্য কি করে হয় আর তারা এগুলো করেই বা কেনো? তারা তো ইচ্ছে করলে দেখা নাই দিতে পারেন।“ বৃদ্ধ হেসে বলেন, “ তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে অবতার সনাক্ত করা আর যাদের মধ্যে সম্ভবনা আছে যোগী হওয়ার তাদের সাহায্য করা। ভগবান নিজেই বলেছেন যখনই পৃথিবীতে পাপের মাত্রা বেড়ে যাবে

ভগবান নিজে অবতার গ্রহণ করবেন। পৃথিবীতে পাপের মাত্রা বেড়ে গেছে এখন, ভগবানের আবির্ভাবের সময় হয়েছে তাই বারবার ওদের দেখা পাওয়া যায়। এছাড়াও এরা বাইরের পৃথিবীর অনেক সন্ন্যাসী মহাপুরুষের সাথে দেখা করে উপদেশ দেন পৃথিবীর উন্নতির জন্য। তাদের দেখা দেয়া সেই সব মহাপুরুষদের কাছে একটা সংকেত।“ “ আর তারা অদৃশ্য কি করে হয়?” জিগ্যেস করে সমু। বৃদ্ধ সমুর দিকে তাকিয়ে দেখে জিগ্যেস করে সে ডাইমনশন এর ব্যাপারে জানে কিনা, সমু হ্যাঁ বলতে বৃদ্ধ বলতে শুরু করে,” গুপ্ত প্রতিষ্ঠার সব কার্যালয় আলাদা ডাইমনশনে আছে। তারা কম্পনের সাহায্যে পর্টাল বা দরজার সাহায্যে যাতায়াত করে যা অদৃশ্য আর সেই সংস্থার সবাই শুধু জানে। কার্যালয়ের সাথে কিছু দরজা যুক্ত আর আর কিছু দরজা আছে সেগুলো অদৃশ্য আর সেগুলো দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় যাওয়া যায়। তাই তাদের মাঝে মাঝে দেখা যাওয়ার পরেই অদৃশ্য হয়ে যায়। আর কার্যালয়ের দরজা শুধু কার্যালয়ের পরিবেশের মতোই শান্ত, দূষণমুক্ত জায়গায় খোলে তাই বেশির ভাগ সময়েই বরফের রাজ্যে, নির্জন সমুদ্রের ধারে কিংবা জঙ্গলে লুকিয়ে আছে যা কেউ জানে না।“ “ কার্যালয়ের নাম কি? আর এদের ব্যাপারে আপনি এতকিছু কি করে জানলেন? সমু জিগ্যেস করে।“ কার্যালয় অনেক গুলো আছে এই সব কার্যালয় সংগ্রিলা, জ্ঞানগঞ্জ নামে পরিচিত।চলো তোমায় এবার এখন থেকে বাইরে নিয়ে যাই, তুমি এখন অনেক সুস্থ” বলে বৃদ্ধ সমুকে সঙ্গে নিয়ে দরজা পেরিয়ে যেতেই সমু একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ অনুভব করে। বাইরে তখন রাত আর বরফ পড়ছে। বৃদ্ধ একটা ছোটো কাজের কৌটো তার হাতে দিয়ে বলে এটা বাড়ী ফিরে তোমার বাবাকে খাইয়ে দিয়ো তোমার বাবা ভালো হয়ে যাবে। এর জন্যই তুমি এখানে এসেছো। সমু অবাক হয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকাতে বৃদ্ধ বলে “তোমার তার কথা মনে আছে যে তোমায় এখানের কথা বলেছিল তার কথা মনে আছে? ভালো করে মনে করে দেখো কোনো অস্বাভাবিকতা দেখেছিলে?” সমু এবার একটু মনে করতেই মনে পরে যায় সেই সন্ন্যাসীর কথা আর বন থেকে বেরোনোর সময় তার মুখের দিকে তাকিয়ে কেনো খটকা লেগেছিল। মনে পড়লো সন্ন্যাসীর মাথায় একটা ক্ষত দেখেছিল আর সেটার জন্যই খটকা লেগেছিল। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যেতেই বৃদ্ধ বলেন, “ হ্যাঁ বাবা তিনিই রুদ্রের অংশ অশ্বত্থামা, তার কথা রাখার জন্যই আর এক রুদ্রের অংশ

শ্রী হনুমান তোমায় আমার কাছে নিয়ে আসে।তুমি প্রথমে জিগ্যেস করেছিল তুমি কোথায় এসেছো আর আমি কে? তার উত্তর হলো তুমি জ্ঞানগঞ্জএ ছিলে আর আমি সেখানকার এক অধ্যক্ষ মহাতপা। এবার তুমি যাও গিয়ে এটা তোমার বাবাকে খাইয়ে দিয়ো আর এই ব্যাপার তুমি চাইলেও কাউকে বলতে পারবে না সেটা বলে দিচ্ছি এখনিই আর অফিসের ব্যাপারে ভেবো না ওটা নিয়ে কেউ কিছু বলবে না বরং তোমার অফিসে উন্নতি হবে।“ বৃদ্ধ কথাগুলো বলে দরজা দিয়ে চলে যেতেই পুরো জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেলো আর তার মাথার মধ্যে সে মহাতপার গলা শুনতে পায়,” যারা চেষ্টা করবে মন দিয়ে তাদের সাহায্য করার জন্য আমরা সব সময় সাথে থাকি।“ সমু অবাক হয়ে তার হাতে ধরা কৌটোর দিকে তাকিয়ে থাকে ফাঁকা প্রান্তরে।